

সম্পাদকীয়

মাতৃভাষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে আত্মপরিচয়ের সঙ্কটে ভোগা খুবই স্বাভাবিক

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি যখন ওপার বাংলায় ভাষা আন্দোলনের আগুন জ্বলছে, এপার বাংলায় ওই সময় ৪ জুলাই বিধানসভায় হিন্দিতে ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুমতি চাওয়া হচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষের কাছে। প্রসঙ্গত, একুশের ভাষা আন্দোলনও কিন্তু শুধুমাত্র মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা থেকে জন্ম নেয়নি, এর পিছনে কাজ করেছে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে উর্দু ভাষার অগ্রাধিকারের আতঙ্ক। ইংরেজ আমলে ইংরেজি না শিখে চাকরির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার পুরনো অভিজ্ঞতা কাজ করেছিল এ ক্ষেত্রে। জাতীয় ভাষা হিসেবে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার আশ্রাসী রাজনীতি মেনে নিতে পারেননি পূর্ব পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশের নাগরিকেরা। ভাষার জন্য গড়ে-ওঠা গণ- আন্দোলনকে বিচার করতে হবে নির্মোহ ভাবে। ভারতের প্রেক্ষাপটে হিন্দি ভাষা রাষ্ট্র পরিচালকের তত্ত্বাবধানে জোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া এক ধরনের আধিপত্যবাদী রাজনীতিকেই নির্দেশ করে, যেখানে শুধু ভাষার প্রেক্ষিতেই যেন তৈরি করতে চাওয়া হয় সমান্তরাল একটি সাম্রাজ্য। আপত্তিটা তাই হিন্দি ভাষার বিরুদ্ধে নয়, হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। ইটালীয় ভাষায় একটি শব্দ আছে, ‘লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা’। এর অর্থ হল, বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণ। মোটামুটি দ্বাদশ থেকে বিংশ শতাব্দী, এই সময়ের পরিধিতে ইটালি, ফ্রান্স, তুরস্ক এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বেশ কিছু ভাষার একটি মিশ্রিত রূপকেই নাম দেওয়া হয় ‘লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা’। অর্থ করা হয়েছিল, একটি দেশের বাসিন্দা নিজস্ব মাতৃভাষা ছাড়াও অন্য যে ভাষা অপরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করার জন্য ব্যবহার করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই যদি ভাষা নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক বিন্যাসের সমীকরণ আলোচনা করা যায়, তবেই হয়তো সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। ভাষার দিক থেকে সংখ্যালঘুদের বরাবরই ভাষাগত সংখ্যাভেদে এগিয়ে থাকা জনজাতির এই চাপিয়ে দেওয়া বা দখল করে নেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াতে হয়েছে। মাতৃভাষা মাতৃদুশ্ণের সমান, এবং সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে আত্মপরিচয়ের সঙ্কটে ভোগটা খুবই স্বাভাবিক।

আনন্দকথা

ওইরূপ লোকের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়।” একজন ভক্ত — মহাশয়, যদি দুষ্ট লোক অনিষ্ট করতে আসে বা অনিষ্ট করে, তাহলে কি চূপ করে থাকা উচিত?

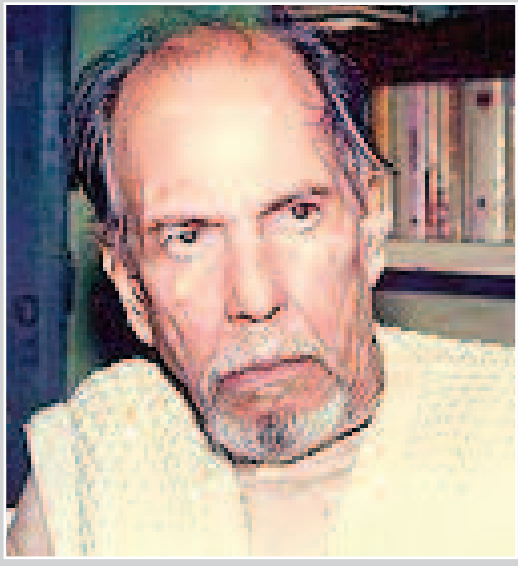
গৃহস্থ ও ভ্রমোণ

শ্রীরামকৃষ্ণ — লোকের সঙ্গে বাসকরতে গেলেই দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য একটু ভ্রমোণ দেখানো দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট করবে বলে উলটে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়। “এক মাঠে এক রাখাল গরু চরাতে। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকত। একদিন একটি ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসছিল।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন



অমিয় ভূষণ মজুমদার

১৯১৮ বিশিষ্ট সাহিত্যিক অমিয় ভূষণ মজুমদারের জন্মদিন।
১৯৮৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আদিত্য সিলের জন্মদিন।
২০০০ বিশিষ্ট টেলিভিশন খেলোয়াড় নয়না জয়সওয়ালের জন্মদিন।

অশোক সেনগুপ্ত

১) মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গি কি তৃণমূলের পক্ষে পর্যাপ্ত সহানুভূতির ভোট আসবে? কেন?
২) সন্দেহখালি-কাণ্ড কি ভোটদাতাদের মনে পর্যাপ্ত প্রভাব ফেলবে? কেন?
৩) নির্বাচন বণ্ডের হিসাব কি আদৌ ভোটদাতাদের মনে পর্যাপ্ত প্রভাব ফেলবে? কেন?
৪) কেন্দ্র রাজ্যের বকেয়া মেটাচ্ছে না; এই দাবি কি ভোটে তৃণমূলের পক্ষে পর্যাপ্ত সহায়ক হবে? কেন?
৫) ভোটের লড়াইয়ে তৃতীয় দলের ভূমিকা কি যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক হবে?



গৌতম ভট্টাচার্য

প্রাক্তন সিভিল সার্ভেন্ট

(১) সহানুভূতির ভোটের প্রপঞ্চ তখনই আসে যখন কোন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পেছনে মানুষ কারো চক্রান্ত দেখতে পায়। মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিতান্তই দৃষ্টিভঙ্গি। সকলেই চাইবেন তিনি তাড়াহুড়ি সূত্রে হয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন কিন্তু এতে ভোটের বাজ্রে সহানুভূতির প্রভাব পড়ার কোন কারণ নেই। (২) একথা সত্যি যে সন্দেহখালি-কাণ্ড রাজ্য সরকারের দিক থেকে বা শাসক দলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট তৎপরতা এবং সহানুভূতির সঙ্গে মোকাবিলা করা হয় নি। এর একটা প্রভাব স্থানীয় ভাবে পড়লেও

সারা রাজ্যে সন্দেহখালির প্রভাব পড়বে বলে মনে হয় না। রাজ্যের শাসকদল সন্দেহখালিকে ব্যতিক্রমী একটা ঘটনা-পরম্পরা হিসেবে দেখাতে চাইবে। অন্যদিকে বিরোধীরা বোঝাতে চাইবে সন্দেহখালি গোটা রাজ্যের অবস্থানেরই প্রতিফলন। তবুও মনে হয় না সমগ্র রাজ্যে সন্দেহখালির ঘটনা প্রভাব ফেলার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে। (৩) নির্বাচন বণ্ডের হিসেব সমগ্র দেশেই শিক্ষিত জনসাধারণের মনকে অবশ্যই নড়িয়ে দেবে। কিন্তু এই রাজ্যের ভোটে তার খুব একটা প্রভাব পড়বে বলে মনে হয় না। নির্বাচন বণ্ড থেকে যে দুটো রাজনৈতিক দল সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছেন তাঁরা হলেন বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস। এই রাজনীতি-সচেতন কয়েকজনের কাছে। উত্তরগুলো যা দিলেন;

(৪) রাজ্যের শাসকদল অকেন্দ্র রাজ্যের বকেয়া মেটাচ্ছে নাদ এটাকেই তাদের প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে বলে মনে হচ্ছে। সেইসঙ্গে তাঁরা এটাই বোঝাতে চাইবেন যে বাংলার কথা, বাঙালীর দাবি একমাত্র তারাই দিল্লীতে পৌঁছে দেবার ইচ্ছে এবং শক্তি রাখেন। অন্যদিকে বিজেপি মানুষকে বোঝাতে চাইবে তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়েছে একশ’ দিনের কাজের টাকা বা গ্রামীণ আবাস প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দিতে। এই বিতর্কের প্রভাব ভোটদানের মধ্যে কতটা পড়বে, এবং কার পক্ষে এবং কার বিপক্ষে, সেটা নির্ভর করছে বাংলার মানুষের কাছে কার কথার গ্রহণযোগ্যতা বেশী ; মততা বন্দোপাধ্যায়ের না নরেন্দ্র মোদীর। এবারের বাংলার নির্বাচন তাই এই দুজনের জন্যেই অগ্নিপরীক্ষা। (৫) আমাদের দেশে যেভাবে নির্বাচন হয় তাতে তৃতীয় দলের ভূমিকা বরাবরই খুব প্রাসঙ্গিক হবে। এইবারও তার ব্যতিক্রম হবার কোন কারণ নেই। পশ্চিমবঙ্গেও বামেরদের ভোট যতো বাড়বে, তৃণমূল বিরোধী ভোট ভাগ হয়ে সেটা বিজেপিকে মুস্কিলে ফেলবে। অন্যদিকে কংগ্রেস বা আই.এস.এফ.এর ভোট যতো বাড়বে সেটা তৃণমূলের ভোটে ভাগ বসাবে। অনেকটাই

নির্ভর করছে আগামী একমাসে বিভিন্ন দল কতো ভালভাবে মানুষের কাছে নিজেদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারছে তার ওপরে।



সুগত বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিজ্ঞ সাংবাদিক

১) মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গি কি তৃণমূলের পক্ষে পর্যাপ্ত সহানুভূতির ভোট আসবে? কেন?
উত্তরঃ না, একবারেই না। শহরের মানুষ এটাকে নাটক, পারিবারিক অশান্তি বলছে। এমন লোককেও বলতে শুনেছি , রাষ্ট্রায় গাড়ির বাকুনিতে মাতা পাটলে তৃণমূলীরা রাষ্ট্র অবরোধ করে গোলমাল পাকাতো। বিরোধীদের ধারে দোষ চাপিয়ে কয়েকজনকে জেলে ঢেকাতো। সেটা হয়নি এই রকম। জেলার মানুষেরও একই অনুভূতি। তারা অনেকেই বলছে গত বিধানসভা পা ভাঙার নাটকের কথা। ২) সন্দেহখালি-কাণ্ড কি ভোটদাতাদের মনে পর্যাপ্ত প্রভাব ফেলবে? কেন?
উত্তরঃ ফেলেছে। শুধু সন্দেহখালি নয়, রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় এই চিত্র পাওয়া যাবে। প্রকাশ্যে আসায় মানুষের প্রতিবাদ জানানোর মনোবল বেড়েছে। এই ধরনের অত্যাচারী মানুষও ভয় পাচ্ছে। ভোটে এর প্রভাব পড়বে। ৩) নির্বাচন বণ্ডের হিসাব কি আদৌ ভোটদাতাদের মনে পর্যাপ্ত প্রভাব ফেলবে? কেন?
উত্তরঃ আমার মনে হয় খুব একটা প্রভাব পড়বে না। কারণ মানুষ জানে দল চালাতে টাকার দরকার হয়। বিশেষ করে ভোট করার জন্য। তা চাঁদা হিসেবেই তুলতে হয়। তবে

এই ঘটনা বিজেপির সঙ্গে আদানী-আম্বানি যোগের যে প্রচার তৃণমূল করত তা নিয়ন্ত্রিত হবে। কারণ সম দোষে তারাও দুষ্ট এটা প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে। এটা তৃণমূলের জনপ্রিয়তা কমাবে। ৪) কেন্দ্র রাজ্যের বকেয়া মেটাচ্ছে না; এই দাবি কি ভোটে তৃণমূলের পক্ষে পর্যাপ্ত সহায়ক হবে? কেন?
উত্তরঃ না। কারণ গ্রামের মানুষ জানে, ১০০ দিনের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের টাকা ভাগ কি ভাবে পঞ্চায়েত নেতাদের দিতে হয়। তার বিনিময় কি কাজ করে। কারা কাজ পায়। এনিময়ে যে দুর্নীতি হয়ে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এমনকি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা পেতে কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। তাও সব মেলে না। ৫) ভোটের লড়াইয়ে তৃতীয় দলের ভূমিকা কি যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক হবে?
উত্তরঃ অবশ্যই। বিশেষ করে মুসলিম ভোটে। তৃতীয় দল যদি ভাগ বসাতে পারে। বাম ও কংগ্রেসের পক্ষে যার সম্ভবনা প্রবল। বাঙালি মুসলিমদের একটা অংশের সমর্থন তৃণমূল হারিয়েছে। এখনও তাই তৃণমূল চেষ্টা করছে মুসলিমদের বোঝাতে সিপিএম-কংগ্রেসকে ভোট দিলে বিজেপি দখিতে যাবে। তবে মুসলিম মানুষ বলছে, এবার মোদী ক্ষমতায় আসছে। দিদি তো মোদীর এজেন্ট হয়ে কাজ করছে। তাই আর তারা বিজেপিকে ভয় পায় না।



বিদ্যুত কুমার বসু

প্রশিক্ষক, প্রাক্তন ব্যাংককর্তা

১) সম্ভাবনা কম কেননা এই দৃষ্টিভঙ্গি সহানুভূতির মোড়কে পরিবেশন করতে

গেলে অনেক মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। আরও যেটো যাবে তাছাড়া কৌশল ভেঙা হয়ে গেছে। পাটির লোকেরাও ব্যাপারটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। ২) ফেলবে। তবে শুধুই দক্ষিণ বঙ্গে। উত্তর বঙ্গের অনেকেই সন্দেহখালির নামই শোনেনি। বিজেপি-র প্রচারও ওখানে বিশেষ হয়নি। বরং media ভারতজুরে telecast করেছে। ৩) কম। অনেকেই বুঝতে পারছেন না। আর এখানে এটা ভুলে ধরবে শুধু সিপিএম কেননা প্রধান দুই পার্টি তো ফলভোগী। বিজেপি র মত জাতীয় পার্টির তুলনায় টিএমসি-র বড় থেকে আয় তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী। এই বিষয়টা এখনও প্রচারের মাঠে নামেনি। নামলে বোঝা যাবে। ৪) এটা হতে পারে। কেননা না পাওয়া বনিচত লোকেরদের সহজেই কাছে টানা যায়। বিজেপি এখনও এর বিরুদ্ধে জোরদার যুক্তি শোনাতে পারেনি। বলা যেতেই পারে যে তাহলে যার কাছে টাকটা থাকে তাতেই দিট। ৫) সিপিএম-এর ভূমিকা কয়েকটা জায়গায় হতে পারে। বিশেষ করে যেখানে তাদের ভাল সংগঠন আছে। কয়েকটা মুসলিম প্রধান জায়গায় ISF এবার আগেরবারের তুলনায় বেশী প্রাসঙ্গিক হবে।



তরুণ কান্তি নন্দর

বাম রাজনীতি, প্রাক্তন অধ্যাপক

১) না।
২) হ্যাঁ।
৩) হ্যাঁ।
৪) হ্যাঁ।
৫) হ্যাঁ।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে মাস্তারদার মাস্তারস্ট্রোক

ডাঃ শামসুল হক

মাস্তারদা নামেই তাঁকে চেনেন সকলে। একটা সময় তিনিই ছিলেন ইংরেজ শিবিরের মস্ত বড় একটা যন্ত্রণাও। তাঁর নাম শুনেলেই ব্রিটিশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর মাথা গুরু হয়ে যেত সাজসাজ রব ও। গুরু হয়ে যেত নতুন নতুন রণনীতিও। তাইতো যেন তেনে প্রকারেণ সেই মানুষটাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টার ক্রটিও ছিল না সেই বাহিনীর। কিন্তু শত চেষ্টার পরও কখনও দমাণো যায়নি তাঁকে। আর কেবলমাত্র নিজস্ব বুদ্ধির দৌলতেই নিজেকে ও নিজের দেশকে রক্ষা করতে সফল ও হয়েছিলেন তিনি।

অবিভক্ত ভারতের চট্টগ্রামের কাছাকাছি ছোট একটা গ্রামে ১৮৯৪ সালের ২২ শেষ মার্চ এক বৈরাগ্যদ্বাণ পরিবারে জন্ম তাঁর। পিতৃদত্ত নাম সূর্য সেন। ডাকনাম কালু। স্থানীয় দয়াময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গুরু তাঁর প্রাথমিক পর্বের লেখাপড়ার কাজ। পরে ভর্তি হন নোয়াপাড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে আবার চলে যান চট্টগ্রামের নন্দনকাননের কাছে হরিশ্চন্দ্র দত্ত ন্যাশনাল হাই স্কুলে। সেটা ১৯১২ সালের ঘটনা। সেই বছরই সেই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। তারপর বহরমপুর কলেজ থেকে স্নাতক হন ১৯১৭ সালে। ছাত্র হিসেবেও তিনি ছিলেন ভীষণ মেধাবী। তাই তো প্রতিটি পরীক্ষাতেই আশাতীত সাফল্য দেখানোও সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে।

লেখাপড়ার পর্ব শেষ হবার পর মাস্তারদা ফিরে আসেন চট্টগ্রামে। নেন শিক্ষকতার কাজ। তাঁর নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হরিশ্চন্দ্র দত্ত ন্যাশনাল হাইস্কুলেই শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হন তিনি। কিন্তু মাত্র কয়েক বছর কাজ করার পর বন্ধ হয়ে যায় সেই শিক্ষায়তনটি। জানা গেছে অসহযোগ আন্দোলনের কারণে হঠাৎ হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায় সেই স্কুল। ফলে অন্যত্রই চলে যেতে হয় তাঁকে। উমাতারা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে গুরু হয় তাঁর নতুন জীবন। নিয়োজিত হন একজন গণিত শিক্ষক হিসেবে এবং সেই স্কুলেই অঙ্কের সুপার্ট শিক্ষকের এক অসামান্য নজীর সৃষ্টি করে তিনি নতুনভাবে পরিচিত হন ওই মাস্তারদা নামেই।

সেই স্কুলে কাজ করতে করতই সূর্য সেন জড়িয়ে পড়েন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গেও। সেখানেই আরও অনেক দেশপ্রেমিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। আর সেইসময় তাদের সেই সঙ্গ মাস্তারদাকেও যেন আকর্ষিত করে একেবারে চুষকেরই মতো। ফলে তিনি তখন ভীষণভাবে অনানুযোগীও হয়ে ওঠেন তাঁর নিজস্ব পেশার উপরও এবং একটা সময় সেটা আবার চূড়ান্ত রূপ ও ধারণ করে। আর সেইসব তেবেই অবশেষে শিক্ষকতার মহান ব্রত থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তটাও নিয়ে নিতে বাধ্য হন তিনি। কারণ তিনি মনে করেছিলেন



একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের সঙ্গে প্রতারণা করার অধিকার তাঁর থাকা উচিত নয়। আর সেইসব অনুভব করাই একসময় তাঁর সেই প্রিয় স্কুল ছেড়ে চলেও এসেছিলেন তিনি। বিপ্লবের টানে একসময় ছাড়েন নিজের পরিবারকেও। অবশ্য তখন ছিল তাঁর পারিবারিক অনেক সমস্যাও। কিন্তু সেইসময় সেটাকে বড় করে না দেখে কেবলমাত্র দেশ সেবার নিমিত্তই নিজস্ব পিতৃভূমির মায়া ত্যাগ করতে একটু দ্বিধা বোধ করেননি তিনি। তখন তাঁর একটাই স্বপ্ন ছিল যেকোন উপায়েই হোক ইংরেজদের কবল থেকে উদ্ধার করতেই হবে তাঁর দেশমাতৃকাকে।

যুগান্তর দলের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন অনেক আগেই। সেখানে পরিচিত হয়েছিলেন বিপ্লবী সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী, অম্বিকা চক্রবর্তী সহ আরও অনেক পোড় খাওয়া বিপ্লবীদের সঙ্গেই। তারপর চট্টগ্রাম দেওয়ান রাজার পুকুরবাড়ি অঞ্চলে একটা আখড়াও গড়ে তোলেন। সেইসময় সেটাই ছিল বিপ্লবীদের অতি নির্ভরশীল একটা আশ্রয়স্থল।

সেখানে থাকতে থাকতেই ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরের তের তারিখে সূর্য সেন এবং গুপ্ত সমিতির অন্যান্য আরও অনেক সদস্য মিলে সরকারের একটা মোটা অঙ্কের টাকা ছিনতাইয়ের সিদ্ধান্ত নেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের খরচ জোগানোর উদ্দেশ্যেই অবশ্য সেদিন সকালে মিলে ব্যাধ হয়েছিলেন সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে। উদ্দেশ্য তাঁদের সফলও হয়। পুলিশের সঙ্গে গুপ্ত সমিতির সংঘর্ষও বাধে। গ্রেপ্তার হন সূর্য সেন। আর গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং তাঁদের নাম জারি করা হয় গ্রেপ্তারির পরোয়ানা।

কারাগারের অন্ধকারে বন্দী করা হয় সূর্য সেনকে। কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার দেশপ্রিয় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

তখন আইনজীবী হিসেবে এসে দাঁড়ান তাঁর পাশে। কয়েকদিনের মধ্যেই ছাড়াও গেয়ে যান তিনি। ফলে নতুন ছক কথাও শুরু হয় তাঁর। তখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার টেগার্ডকে হত্যা করা। নিতে থাকেন তারই প্রস্তুতি। কিন্তু সব সংবাদ পৌঁছে যায় উপর মহলে। গুরু হয় বেপরোয়া ধরপাকড়ও। অনেকেই গ্রেপ্তার হন। সূর্য সেন চলে যান কলকাতায়। কিন্তু সেখানেও শেষ রক্ষা হয়নি তাঁর। ১৯২৬ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি তখন থাকতেন আমতলা স্ট্রীটের একটা মেসে। সেখান থেকে প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে। কয়েকদিন পরই আবার পাঠিয়ে দেওয়া হয় মুম্বাই শহরের রত্নগিরি জেলে।

১৯২৮ সালের শেষার্শ্বেই নাগাদ রত্নগিরি জেল থেকে ছাড়া পান বিপ্লবী সূর্য সেন এবং গণেশ ঘোষ। তাঁরা দুজনই ফিরে আসেন কলকাতায়। কিছুদিন পর কলকাতায় পার্ক সার্কাসে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক অধিবেশনে যোগও দেন তাঁরা। সেই অধিবেশনেই সূর্য

সেনের সঙ্গে পরিচয় হয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর। অনেক কথাও হয় দুজনের মধ্যে। নতুনভাবে উজ্জ্বলও হন তিনি। প্রস্তুতি নিতেও শুরু করেন নতুন যুদ্ধের।

১৯৩০ সালের ১৮ ই এপ্রিল, ঘটে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং জালালাবাদ যুদ্ধের ঘটনা। রেল লাইনের ফিসপ্লেট খুলে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেন বিপ্লবীরা। চট্টগ্রামের যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে একেবারে পুরোপুরিভাবেই। সুযোগ বুঝে কাজে নেমে পড়েন বিপ্লবীরাও। শুরু হয় সংঘর্ষ। পালিয়ে বাঁচে ইংরেজ বাহিনী। আর তারপর টানা চার ঘণ্টা সময় ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত ছিল গোটা চট্টগ্রাম এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলও।

কিন্তু তার ঠিক চার দিন পরই অর্থাৎ এপ্রিল মাসের বাইশ তারিখে সশস্ত্র ইংরেজ বাহিনী আক্রমণ করে তাঁদের। প্রস্তুত ছিলেন সংগ্রামীরাও। আবার শুরু হয় যুদ্ধ। তাতে শহীদ হন অনেকেই। আর যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় বজায় রাখার তাগিদেই সূর্য সেন সহ আরও অনেক বিপ্লবীই গা ঢাকা দিতে বাধ্য হন।

তারপর কিন্তু ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ইংরেজ সরকারের কর্তাব্যক্তিরাও। দলের মাথা সূর্য সেনকে ধরার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন তাঁরা। অবশেষে ১৯৩৩ সালের ১২ই জানুয়ারি গভীর রাতে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়েও দেওয়া হয় চট্টগ্রাম জেলে। শুরু হয় বিচারের নামে প্রহসনও। দ্বন্দ্ব হয ফাঁসিরও। কিন্তু ফাঁসি দেওয়ার আগেই তাঁর উপর এবং সেইসঙ্গে অপর আর এক বিপ্লবী তারকেশ্বর দত্তিদারের উপর শুরু হয় অমানবিক নির্বাসন। বুট, লাঠি, পাথর ইত্যাদির আঘাতে ক্ষতবিক্ষতও করা হয়। তারপর অর্ধমৃত অবস্থায় তাঁদের ফাঁসি দড়িতে বুলিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁদের দেহ কেন যে তুলে দেওয়া হয়নি তাঁদের আত্মীয় পরিজনদের হাতে সেটা আজও অতি রহস্যময় এক কাহিনী হয়েই রয়ে গেছে আমাদের মনে। আর সবচেয়ে দুঃজনক ঘটনা হল এটাই যে, তাঁদের মরদেহের দেওয়া হয়নি উপযুক্ত সম্মানও। জানা গেছে তাঁদের দেহ লোহার টুকরোর সঙ্গে বেঁধে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সমুদ্রের জেলে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও

বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র।

অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com



কলকাতা, ২২ মার্চ ২০২৪

‘নিজ ভূমে পরবাসী’, এমনই মানসিকতার সঙ্গে দিন কাটান ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কখনো শোয়াল ঢুকছে ঘরে, আবার কখনো জীবন বাঁচাতে তড়ানো হচ্ছে বিঘের সাপ ও পোকামাকড়। এইভাবেই বছরের পর বছর বেঁচে রয়েছেন মালদার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে থাকা বাসিন্দারা। এককথায় বলা যেতে পারে ‘নিজ ভূমে পরবাসী’। আর ভোট আসলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে মনে পড়ে যায় সীমান্ত পারের কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে থাকা মানুষদের কথা। এটাই অসহায় যে তাদের জন্য এলাকার কংগ্রেস সাংসদ থেকে কোনো সহযোগিতায় এগিয়ে আসেনি। আর সন্ধ্যা ছয়টা বাজতেই কাঁটাতারের বেড়া ওপারে যে যেখানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে যথাস্থানে চলে যেতে হয়। এটাই নাকি বিএসএফের নির্দেশ। রাতে কেউ অসুস্থ হলে নেই ক্লোন ও চিকিৎসা ব্যবস্থা। এমনকী পানীয় জল নিতে গেলেও কয়েক কিলোমিটার এপারে আসতে হয় সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের।

বৃহস্পতিবার কালিয়াচক থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মহকুবতলা, হাদিনগর এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন দক্ষিণ মালদার বিজেপি প্রার্থী শ্রীধর মিত্র চৌধুরী। এলাকার মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শুনে এবং অসহায়তা দেখে তিনি

গ্রেপ্তার প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: হাসানাবাদ থানার বিশপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবব্রত রায়কে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করল পুলিশ। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্কুলের বিশেষ সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে গ্রেপ্তার বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এদিন সকাল থেকে স্কুলের গেটে তালি বুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান ছাত্রী ও তাঁদের মায়েরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, প্রধান শিক্ষকের আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের। বিক্ষোভকারীর দাবি,প্রধান শিক্ষকের স্কুলে এসে ক্ষমা চাইতে হবে ছাত্রীদের কাছে। সকাল ১০ টা থেকে গেটে তালি বুলিয়ে বিক্ষোভ চলে বেলা সাড়ে এগারোটায় পরিস্ভ। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীরা দীর্ঘক্ষণ স্কুলের বাইরে রোদে অপেক্ষা করেন। পরে পুলিশ এসে ছাত্রীদের বুলিয়ে স্কুলের গেটের তালি খুলে দেয়। প্রধান শিক্ষক এদিন বেলা ১২ নাগাদ স্কুলে এলে পুলিশ স্কুল থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক দেবব্রত রায় এর আগেও একাধিকবার বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন স্কুলে এসে। যা নিয়েও তীব্র বিতর্ক হয়েছিল। এক ক্ষুদ্র অভিভাবক মর্জিনা বিবি বলেন, এই প্রধান শিক্ষককে অপসারণ করতে হবে স্কুল থেকে। বিভিন্ন সময় বাজে কথা বলেন। স্কুল ভালোভাবে চলেছে না প্রধান শিক্ষকের অপদার্থতার জন্য। স্কুলের পরিচালন কমিটির প্রেসিডেন্ট প্রসেনজিৎ জানা বলেন, দায়িত্ব জ্ঞানহীন মন্তব্য করেছেন প্রধান শিক্ষক। ওনার শাফি হওয়া উচিত। আমরা কেউ জানিনা কেনে উনি এই ধরনের আপত্তিকর মন্তব্য করলেন। নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে। আমরা এটা সমর্থন করি না। প্রধান শিক্ষক বলেন, হাসানাবাদ থানায় নিয়ে যাচ্ছে। দেখি কী হয়।

এদিন মদের দোকান বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: এলাকায় মদের দোকান বন্ধের দাবিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে নদিয়ার কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাল দোগাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঘরিপাড়া চিত্রশালী, মানিকপাড়া এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে দোগাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঘরিপাড়া এলাকায় একটি মদের দোকানের সামনে মদ্যপান করার পর মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। এরপর জনবসতিপূর্ণ এলাকায় মদের দোকান থাকার কারণে এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে এই দাবিতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি মদের দোকানে ভাঙুর চালানোয় পর মদের দোকানটি বন্ধ করে দেয় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। ঘটনার পর থেকে কিছুদিন দোকানটি বন্ধ থাকার পরে পুনরায় দোকান খুলে মদ বিক্রি শুরু করে দোকান মালিক। যার কারণে ফের প্রতিবাদ জানাতে থাকে এলাকাবাসীরা। কিন্তু, এলাকাবাসীর কথায় কর্পণত না করে নির্দিধায় দোকান খুলে মদের ব্যবসা চালিয়ে যান দোকান মালিক। মূলত সেই কারণে বৃহস্পতিবার দুপুরে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি নামে একটি ক্ষেত্রোপলব্ধি সংগঠনে বাহ্যসহায় পাঁচপাঙতাভারে মদের দোকান বন্ধের দাবিতে কৃষ্ণনগর



আর ভোট চাইতে পারেননি। বরঞ্চ কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে থাকা অনেক বাসিন্দরাই বলেছেন, কেন্দ্র সরকার তাদের জন্য কিছুই করেনি। কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে মূল সীমান্তে ভর্তি গ্রামে তাদের থাকার যে দীর্ঘদিনের স্বপ্ন রয়েছে, সে নিয়েও ভাবনা নেই কেন্দ্রের। তার বাইরে বিদ্যুৎ, পানীয় জল, চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিক্ষা কেন্দ্র কোনো কিছুই নেই। অঞ্চল নির্বাহন আসলেই একবার অত্যুত ভোট রাজনীতি করতে দেখা যায় বিভিন্ন দলের নেতাদের।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কালিয়াচক এবং বৈষ্ণবনগর থানার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতার। আর কাঁটাতারে ওপারে বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা আজও নিজ ভূমিতে পরবাসী হয়ে রয়েছেন। স্বাধীন

ভারতের নাগরিক হয়েও দুই দেশের সীমান্ত কাঁটাতার প্রায় ৩০০টি পরিবারকে পরাধীন করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। কার্যত বন্দি জীবনযাপন করছেন সীমান্ত কাঁটাতারের ওপারে প্রায় ৩০০টি পরিবার।

হাদিনগর গ্রামের বাসিন্দা মনোয়ারা বিবি বলেন, এই গ্রামে একসময় বসবাস করতেন প্রায় এক হাজারের বেশি পরিবার। কিন্তু সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার পর আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল পরিবার এপারে চলে এসেছেন। কিন্তু আজও আর্থিক ভাবে দুর্বল প্রায় ৩০০টি পরিবার রয়ে গেছেন কাঁটাতারের ওপারে। শোমাল রক্ষী বাহিনীর নিয়মমতো থানো হয় সীমান্তের দরজা। আর বন্ধও হয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর নিয়মে। দিনের কয়েক ঘটনার মধ্যে এই এলাকার বসবাসকারীদের নিত্যদিনের



হাজার তিনেক মানুষ এবার ভোট বয়কটের ডাক দিলেন। ‘নো রোড নো ভোট’ এই স্লোগান লিখে দেওয়া হয়েছে এলাকার দেওয়ালগুলিতে।

এলাকার প্রায় হাজার পাঁচেক মানুষ এই অঞ্চলে বসবাস করেন, আর তিন হাজারের মতো ভোটার রয়েছেন



এই অঞ্চলে। এখন এলাকাবাসীর এই ভোট বয়কটের সিদ্ধান্তে এখন বেজায় অবস্মিত্তে সবকটি রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন। এখন স্থানীয় প্রশাসন বলছেন, আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করছেন, কারণ গণতান্ত্রিক এই প্রক্রিয়াতে সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হবে।

মদের ঠেক থেকে ডিওয়াইএফআই নেতা আটক হওয়ার ঘটনায় শোরগোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও আরামবাগ ডিওয়াইএফআইয়ের এক নেতাকে মদের ঠেক থেকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে আরামবাগ থানার পুলিশ। আটক হওয়ায় ওই বাম নেতার নাম শেখ সাবির আলি। যদিও ওই বাম নেতা মদ খাচ্ছিলেন কিনা জানা যায়নি। পুলিশ শুনে জানা যায়, বুধবার রাতেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। লোকসভা ভোটের আগে পুলিশের হাতে ওই বাম নেতা আটক হওয়ায় অবস্মিত্তে দল।

প্রসঙ্গত, এর আগেও অভিযোগ উঠেছিল হুগলির আরামবাগের ওই ডিওয়াইএফআই নেতার বিরুদ্ধে। তিনি ফোন করে হেনস্থা করেছিলেন এক সাংবাদিককে বলে অভিযোগ উঠেছিল বেশ কয়েক দিন আগে। ওই ঘটনার কিছুদিন পরে আবারো ওই



ডিওয়াইএফআই নেতাকে প্রকাশ্যে মদ খাওয়ার ঠেক থেকে আটক হতে দেখা যায়। বুধবার রাতে আরামবাগ থানার পুলিশ বসন্তপুর সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই ডিওয়াইএফআই নেতাকে আটক করে আরামবাগ থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনাই নিদার বাড় রাজনৈতিক মহলে। খবর পেয়েই সেই খবর সংগ্রহ করতে যায় ঘটনা

সাংবাদিকরা। যদিও সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ওই নেতা কোনও মন্তব্য করতে চাননি। এই বিষয়ে সিপিআইএম হুগলি জেলা মণ্ডলীর সদস্য পূর্ণেশু চট্টোপাধ্যায় বলেন, বাম কর্মীদের নেতৃত্বাতা থাকা উচিত। সেই জায়গায় যদি ঘাতিত থাকে তাহলে খেঁজ ববর নেব। অপরদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষারান্ন স্বপন নন্দী বলেন, এই ধরনের কাজ সীমানীন নয়, বিরত থাকা দরকার। সমাজের অবক্ষয় হবে। নিজদের মধ্যে মারপিট করে তৃণমূলের নাম দেবে। অপরদিকে আরামবাগের বিজেপি নেতা বিষ্ণুজি ঘোষ বলেন, ডিওয়াইএফআই নেত্রী মীনাফকী মুখার্জির শিষ্য তো। মদের ঠেক থেকে আটক হন। এটা তো স্বাভাবিক ঘটনা

অশোকনগর উপপ্রধান খুনে মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: উপপ্রধান খুনে সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত। অশোকনগরের গুমা এক নম্বর পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান বিজল দাসকে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত গৌতম দাসকে গ্রেপ্তার করা পুলিশ। বসিরহাট সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার পুলিশ হেপাজতের আবেদন করে বারাসাত আদালতে তোলা হয়। গত ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখ রাতে নিজের এলাকায়

এক দলীয় কর্মীর বাড়িতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয় বিজল দাস। স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসক। চলতি মাসের ১ তারিখে উদ্ধার হয়ে আসেহাজরা। এই ঘটনার পুলিশ আগেই সন্দেহভাজন দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে তবে বাক অভিযুক্ত পলাতক ছিল। অবশেষে বাংলাদেশ পুলিশের আগেই বসিরহাট জেলা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে মূল অভিযুক্ত গৌতম দাস।

সংসার করতে চেয়ে স্বশুরবাড়ির সামনে ধরনায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাণানান: দাম্পত্য কলহের জেরে স্বামী সংসারে ঢুকতে বাধ্য দেওয়ার স্বশুরবাড়ির সামনেই ধরনা এক তরুণী। সঙ্গে তার চার বছরের শিশু কন্যাও। ঘটনটি ঘটেছে হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার বাইনান সাউপাড়ায়। জানা গিয়েছে, বছর পাঁচেক আগে শাছ পাড়ার বাসিন্দা পেশায় ব্রাইটল শিল্পী বিমল সাউয়ের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে হয় বাউরিয়া এলাকার তরুণী সুপ্রিয়া। বিয়ের পর থেকেই ওই দম্পতি বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দে

থাকলেও গত বছর অনেক ধরনের সম্পর্কের অবনতি হয়। এবং তরুণীর স্বামী বিমল মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে নেয় তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। তাকে ওই সুপ্রিয়া সঙ্গে সংসার করতে চায় বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে ওই তরুণের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, সে তার স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতে চায় না। তাকে কেন বিমল সংসার করতে চাইছে না সেই প্রশ্নই উঠছে। এদিকে স্ত্রী সুপ্রিয়া নিজের দাবি জানিয়ে স্বশুরবাড়ির সামনে ধরনায় বসেছেন।

নিখোঁজ হওয়ার ৭২ ঘণ্টা পর নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার, আটক ২

নিজস্ব প্রতবেদন, কেতুগ্রাম: পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের নিখোঁজ হওয়া নাবালিকার দেহ উদ্ধার হল ৭২ ঘণ্টা পর। অভিযোগ, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে নাবালিকাকে। অভিযুক্তর বাড়ির সামনে, গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ। ঘটনায় আটক দুই। ঘটনটি পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের থানার সুলতানপুরে। তদন্তে কেতুগ্রাম থানার পুলিশ। বাবা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর মায়ের সঙ্গে মামাবাড়িতে আশ্রয় নেয় মেয়েটি। মামারায় গরিব। ভাই পেট চালাতে মায়ের পাশাপাশি ১০ বছরের মেয়েটিও পরিচারিকার কাজ করত। কয়েকদিন ধরে গৃহস্থবাড়িতেই থাকতে হচ্ছিল মেয়েটিকে। ফেনে মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ হত। কিন্তু গত সোমবার মায়ের মতো পরিচারিকার কাজ শুরু

জি’ হয়ে যায় মেয়েটি। কিছুতেই তার হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষে মনিবের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে চিলেকোঠার ঘর থেকে দশ বছরের নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার করেন স্থানীয়রাই। পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানার সুলতানপুর গ্রামের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হল ওই নাবালিকার দেহ। অভিযোগ, ধর্ষণ করে খুনের পর চিলেকোঠার ঘরে মৃতদেহ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। স্যোগ বুঝে কোথাও পাচার করে দেওয়া হত। দেহ উদ্ধারের পরেই গ্রামবাসীরা ওই বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এই ঘটনায় পুলিশ পিরাল শেখ নামে এক যুবক এবং তার মা রুবি বিবিকে আটক করেছে। বছরখানেক আগে থেকেই নাবালিকা তার মায়ের মতো পরিচারিকার কাজ শুরু

করে। সুলতানপুর গ্রামে জালাল শেখ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে নাবালিকাকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। জালাল শেখের বাড়িতে রয়েছে স্ত্রী ও দুই ছেলে। তার মধ্যে বড় ছেলে জুয়েল বিবাহিত। ছোট ছেলে পিয়েল (২৪) অবিবাহিত। নাবালিকার এক আত্মীয় জানান, আগে সুলতানপুর যাতায়াত করত। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে রুবি বিবি ওকে বাড়িতে আসতে দিত না। ওদের বাড়িতেই থাকতে হত। গত শুক্রবার মেয়েটি রাইখাঁ গ্রামে আসার পর ওকে আবার নিয়ে চলে যায়। এর পর সোমবার থেকে

হাশিম পাওয়া যাচ্ছিল না। জালাল শেখের বাড়িতে বারবার জিজ্ঞাসা করলেও ওরা বলছিল, মেয়েটি তো বাড়ি চলে গিয়েছে। বুধবার সন্ধ্যার মুখে রাইখাঁ গ্রাম থেকে

বেশকিছু লোকজন জালাল শেখের বাড়িতে যান। তারা জালাল ও রুবি বিবিকে চেপে ধরেন। চেপে ধরা হয় ছোট ছেলে পিয়েল শেখকে। তখন পিয়েল স্বীকার করে মেয়েটিকে শ্বাসরোধ করে খুন করে চিলেকোঠার ঘরে দেহটি রাখা আছে। পরে নাবালিকার নিথর দেহ উদ্ধার করে। এরপর পিয়েল শেখ ও রুবি বিবিকে আটক করে ফেলেন গ্রামবাসীরা। তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

যদিও কাটোয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কাশীনাথ মিস্ত্রি বলেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি। তদন্ত চলছে। ঘটনায় এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank	জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১	দখল বিস্তৃতি (স্বায়ত্ব সম্পত্তির জন্য)পরিশিষ্ট-৪. [রুল ৮(১)]
ইসলামাবাদ ALLAHABAD		

যেহেতু, সিকিউরিটিজেশন আ্যভ রিকনস্ট্রাকশন অফ ফইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস আ্যভ এনকোর্পোমেট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাঙ্ক, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনকোর্পোমেট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদেরকে ক আহ্বান জানান। স্বাধগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত স্বাধগ্রহীতাগণ ও কমানকারে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পূং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন। বিবিশের শেষ ঋণগ্রহীতা এবং কমনভাবে জনকমনকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেনে মেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোণ্ড লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটি সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরিসূ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্ববর্ত এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে। আমরা এখানে বিক্ষোভেরে বর্ণিত স্বাধগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আইনের ধারা ১৩(৮) ধারার বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/শাখার নাম	দাবি বিস্তৃতি ও দখল বিস্তৃতিপ্তির তারিখ	দাবি বিস্তৃতির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	স্বাধর সম্পত্তির বর্ণনা
১	মেসার্স বিশ্বাস কংমেটিকল (ঋণগ্রহীতা)- স্বায়ঃ শ্রী সৌমেন বিশ্বাস, শ্রীমতি পাঞ্চালী বিশ্বাস (বন্ধুস্বভাতা এবং জামিনদারতা) , শ্রী সুশীল কুমার বিশ্বাস এবং শ্রী রমেন বিশ্বাস (জামিনদারতা) ঠিকানা : পূর্ণশা আপার্টমেন্ট, ৫৪৫, অরুণ ভদ্র সর্বাথি,ওয়ার্ড নং ২, ব্রিকফিল্ড রোড,পো এবং ধানবা, বর্ধমান, বঙ্গালতা : ৭০০১৪৪। শাখা : সুব্রিঞ্চপুর শাখা	০২.০১.২০২৪ এবং ২০.০৫.২০২৪	৩২,৯৬,৭৮৪.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ ছিয়ানকুই হাজার সাতশ চুরাশি টাকা) ০২.০১.২০২৪ অনুযায়ী ২৬,৭৮৩.০০ টাকার দাবি নং ৩৫৮, সুব্রিঞ্চপুর, ওয়ার্ড নং ২, বাকহুইর পুরসভা অধিক্ষেত্র অধীন, থানা: বাইপুরই,জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৪৪ .বিক্রয় দলিল নং ১৭৪৬/২০০৮, তারিখ : ০৯/০৫/২০০৮, শ্রীমতি পাঞ্চালি বিশ্বাস স্মৃতি সুশীল কুমার বিশ্বাস এর নামে। টোইড : উত্তরে : দাখা দাস এবং অন্যান্যর ভবন,দক্ষিণে : শীপেস্তম্বর মুখার্জি এবং অন্যান্যর ভবন,পূর্বে : কালীপদ ঘোষের ভবন, পশ্চিমে : ব্রিকফিল্ড রোড।	বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সেকান পরিমাণ ৯০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এককলার পূর্ণশা অ্যাপার্টমেন্টে, হোল্ডিং নং ৫৪৫, ৫৪৬/৫, সুব্রিঞ্চপুর, জেএল নং ৩২, আরএস নং ৭০, টোজি নং ২৬৭, এলআর খতিয়ান নং ১৯১১, ১৯৮২, ১৯৮৩, ৯৮৭, এলআর দাপ নং ৩৫৮, মৌজা: সুব্রিঞ্চপুর, ওয়ার্ড নং ২, বাকহুইর পুরসভা অধিক্ষেত্র অধীন, থানা: বাইপুরই,জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৪৪ .বিক্রয় দলিল নং ১৭৪৬/২০০৮, তারিখ : ০৯/০৫/২০০৮, শ্রীমতি পাঞ্চালি বিশ্বাস স্মৃতি সুশীল কুমার বিশ্বাস এর নামে। টোইড : উত্তরে : দাখা দাস এবং অন্যান্যর ভবন,দক্ষিণে : শীপেস্তম্বর মুখার্জি এবং অন্যান্যর ভবন,পূর্বে : কালীপদ ঘোষের ভবন, পশ্চিমে : ব্রিকফিল্ড রোড।
তারিখ- ২০.০৩.২০২৪	হাল - কলকাতা			অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Banking Beyond Banking	বর্ধমান জোনাল অফিস ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এডিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২২২, ফোন নং - ৭৪৭৩০৭০৩৫৬	ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ (স্বাধর সম্পত্তির জন্য)
--	--	---

২০০২ সালের সিকিউরিটিজেশন আ্যভ রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস আ্যভ এনকোর্পোমেট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের বিকট বন্ধকদত্ত স্বাধর সম্পত্তি বিক্রির জন্য সাধারণ বিস্তৃতি

যেহেতু, ২০০২ সালের (২০০২ -এর ৫৪) সিকিউরিটিজেশন আ্যভ রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস আ্যভ এনকোর্পোমেট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনকোর্পোমেট) রুলস -এর রুল ৮ এবং ৯-এর সাব রুল ৫ এবং ৬ সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) ধারা অধীন দাবি নোটিশ প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়র অনুমোদিত অফিসার ঋণগ্রহীতাদের ডিমান্ড নোটিশ ইস্যু করেছেন ও অনুমোদিত অফিসার অর্থ নিয়ে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। অনুমোদিত অফিসার ডাব আইনের রুল ৮ -এর সাব রুল ৫ ও ৬ অধীনে বর্ণিতমতো তারিখ, স্থান ও সময় ই-অংশনরে অ্যায়োজন করবেন। জনসাধারণ ও সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে সারকেইসি অ্যাঙ্ক অধীনে ই-নিলাম পরিচালিত হবে বিক্র্যার্থে রুল ২০০২ -এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনকোর্পোমেট) রুলস-তে উপস্থাপিত শর্ত মোতাবেক এবং ব্যাঙ্কের নিকট ঋমের উন্মুলের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে।

স্বণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিস্তারিত	নির্ধারিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
চিত্তরঞ্জন শাখা ফোন নং : ০৩৪১-২৫২৫৪৪৬/৯৮৩৮ ইমেইল : chittaranjan.bardhaman@bankofindia.co.in অ্যাকাউন্ট নাম : মেসার্স হোটেল সিলভার প্যালেস ঋণগ্রহীতাগণের নাম : শামাল মন্ডল ঠিকানা - চেশন রোড, পো. রূপনারায়ণপুর বাজার, জেলা - বর্ধমান, পব-৭১৩৬৬৪	জমির এবং ভবনের আইনি বন্ধকদত্ত শ্রী শ্যামল মন্ডলের নামে অবস্থিত আরএস প্লট নং ১১৪ এবং এলআর প্লট নং ২৫৬, এলআর খতিয়ান নং ৪৮৮, জেএল নং ৩৭, মৌজা : বেনাগাড়িয়া,রূপনারায়ণপুর, দুর্গা মন্দির রোড, থানা : সালানপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৬৬৪, জমির শ্রেণি : বাঙ্ক, এরিয়া ০৫ কাঠা উল্লেখ্য স্বহ্মদলিল নং ১-৬৯৮৪ দ্বারা দাখিলকৃত। ২. জমি এবং ভবনের আইনি বন্ধকদত্ত শ্রী শ্যামল মন্ডল এবং শ্রী অমিত কুমার চৌধুরীর নামে আরএস প্লট নং ১১৪, এবং এলআর প্লট নং ২৫৬, এলআর খতিয়ান নং ৯৮৭ এবং ৯৭৬, জেএল নং ৩৭, মৌজা : বেনাগাড়িয়া, রূপনারায়ণপুর, দুর্গা মন্দির রোড, থানা : সালানপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৬৬৪। জমির শ্রেণি : বাঙ্ক, এরিয়া : ১৩ কাঠা উল্লেখ্য স্বহ্ম দলিল নং ১-৮৩৫০ দাখিল দ্বারা।	১,৫৩,৩০,০০০.০০ টাকা ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	১. ২০.১০.২০২৩ ২. ১৯.০১.২০২৪	১. ৩,৫৭,৮৫,০০০.০০ টাকা ২. ৩৫,৪০,০০০.০০ টাকা ৩. ৫০,০০০.০০ টাকা
শিউরি শাখা ফোন নং : ০৪৪৬২-২৫৫০২৯/৫৫২৬২৯ ইমেইল : suri.bardhaman@bankofindia.co.in অ্যাকাউন্ট নাম : মেসার্স জোতি নার্সিংহোম ঋণগ্রহীতাগণের নাম : মহ: রমহাভদ্রা ঠিকানা - জোতি নার্সিংহোম নলহাতি কলেজমোড়, নলহাতি, জেলা - বীরভূম, পব-৭০১২১০	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত নার্সিং হোম জমি, নির্মাণ, ভবন সম্পত্তি মহ রমহাভদ্রার নামে অবস্থিত এলআর প্লট নং ৫০১, এলআর খতিয়ান নং ১০৪৩, জেএল নং ৫৪, মৌজা : পশ্চিম গোপালপুর, নলহাতি, বীরভূম।	১,৬০,৪৫,৬৭৫.৪০ টাকা ২৮.০৮.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	১. ২৬.১০.২০২৩ ২. ০৯.০১.২০২৪	১. ১,৪৬,৬০,০০০.০০ টাকা ২. ১৬,৭০,০০০.০০ টাকা ৩. ৫০,০০০.০০ টাকা
পূরুলিয়া শাখা ফোন নং : ০৪৪৫২-২২৪৫৪৮ ইমেইল : purulia.bardhaman@bankofindia.co.in অ্যাকাউন্ট নাম : মেসার্স জি এন টেলিটাইল ঋণগ্রহীতাগণের নাম : ১. মন্ট কুমার রায় ২. আনন্দ কুমার সিরিয়া ৩. গোপাল শর্মা ৪. গণেশ কুমার শর্মা ঠিকানা - রাঁচি রোড পূরুলিয়া, ওয়ার্ড নং ১৩, পূরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭২৩১০১	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সকল অংশ (জমি এবং ভবন) অবস্থিত বেসপেন্ট ভন, রোশন প্লাজা, বি টি সরকার রোড,মৌজা র নদিয়া, জেএল নং ২৯১৩, আরাধন খতিয়ান নং ১০৭৩, সিএম প্লট নং ১৫০৭, আরএস প্লট নং ১০২৩, হোল্ডিং নং ১৮২৯, ১৮৩০, ১৮৩১, ১৮৩২, ওয়ার্ড নং ০৫, পো : পূরুলিয়া, থানা : পূরুলিয়া টাউন, জেলা : পূরুলিয়া পরিমাণ এরিয়া ৩০১৫ বর্গফুট উল্লেখ্য স্বহ্ম দলিল নং ১-৪২৪১-২০১২ সালের।	২,২,৬২,৮৯১.৯০ টাকা ২১.০৫.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	১. ২৪.০৫.২০২৩ ২. ০৬.০১.২০২৪	১. ১,০০,৫০,০০০.০০ টাকা ২. ১০,০১,০০০.০০ টাকা ৩. ৫০,০০০.০০ টাকা
শ্যামদুপুর শাখা ফোন নং : ০৪৪৫১-২৩০২১৪ ইমেইল : shyamsundar.bardhaman@bankofindia.co.in অ্যাকাউন্ট নাম : মেসার্স মনোহর রাহিস মিল ঋণগ্রহীতাগণের নাম : ১. সুকুমার সামন্ত ২. শিশির সামন্ত ৩. অমর সামন্ত ৪. রীতাজ সামন্ত ঠিকানা - গ্রাম - আরহুই শো. শাকদারা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৪২১	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি মেসার্স মনোহর রাহিস মিল এর নামে প্রতিনিধিকরণী অংশীদার সুকুমার সামন্ত, শিশিরকুমার সামন্ত, অমর কুমার সামন্ত এবং রীতাজ সামন্ত কর্তৃক, অবস্থিত মৌজা সাভারা জেএল নং ১১৭ আরএস প্লট নং ৬০২, ৭১৮, ৭১৯ এলআর প্লট নং ৬০২, ৭১৮, ৭১৯ এলআর খতিয়ান নং ৫৬৮, ৫৪৫, ৫৪৬, এবং ৫৪৭ জমির শ্রেণি : বাঙ্ক (রাহিস মিল) এরিয়া : ১.১৩ একর থানা : রায়না, জেলা : বর্ধমান(পূর্ব) পশ্চিমবঙ্গ উল্লেখ্য স্বহ্ম দলিল নং ১-৪৮৮/২০১৫ এবং ১-৪৯৪/২০১৫ দাখিল দ্বারা।	৮০,৬০,২৫৯.৫৯ টাকা ৩১.০৫.২০১৮ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	১. ০৮.০৫.২০২৮ ২. ০২.০৮.২০১৮	১. ৭৩,৯২,২০০.০০ টাকা ২. ৭,৪০,০০০.০০ টাকা ৩. ২৫,০০০.০০ টাকা

